যুগান্তর

তারিখ ·· 04 FEB 2016 ···
পৃষ্ঠা ·· ৩ ··· কলাম ···· ২ ······

এসএসসির দ্বিতীয় দিন

দিনাজপুরে সাত শিক্ষক সারা দেশে ৪৩ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকার সতর্ক ব্যবস্থা নেয়ার পরও এসএসসিতে এমসিকিউ জালিয়াতি বন্ধ হচ্ছে না। বুধবার পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে দিনাজপুর বোর্ডের কবলএকটি কেন্দ্রেই ৭ শিক্ষক এ অপকর্ম করে বহিষ্কার হয়েছেন। বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহম্মেদ হোসেন ও সচিব আমিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দিনাজপুর বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ওই ৭ শিক্ষক গোবিন্দগঞ্জ জেলার নাটাইরহাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে কেন্দ্রের পরীক্ষা কক্ষের পরিদর্শক ছিলেন। তারা এ বছর আর কোনো পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

অভিযোগ রয়েছে, একশ্রেণীর শিক্ষক এমসিকিউ জালিয়াতি করছেন। তারা শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেন। বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় এ বছর থেকে পরীক্ষার শুরুতে এমসিকিউ প্রশ্নের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু এরপরও অসাধু শিক্ষকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়নি। একই ধরনের ঘটনাসহ অন্যান্য অপরাধের দায়ে পরীক্ষার প্রথম দিনে আরও ২১ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়, বুধবার ওই ৭ শিক্ষক ছাড়াও ৪৩ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। কারিগরি বোর্ডে বহিষ্কারের সংখ্যা সর্বাধিক ২৩ জন। এ বোর্ডে বুধবার ইংরেজি-২ পরীক্ষা ছিল। বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে এসব বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডেও ১১ শিক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। এ বোর্ডে হাদিস শরিফ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল বুধবার।

সাধারণ ৮ বোর্ডে এদিন বাংলা ২য় পত্রের পরীক্ষা ছিল। তাতে ঢাকা বোর্ডে ৭ জন এবং বরিশাল ও কুমিল্লা বোর্ডে ১ জন করে শিক্ষার্থী নকলের অভিযোগে বহিষ্কার হয়েছে। এদিন সব বোর্ড মিলে ৬ হাজার ৮৬৬ জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৮৪৪, কুমিল্লা বোর্ডে ৪৯৫, যশোর বোর্ডে ৪৪৩, রাজশাহী বোর্ডে ৪৩৮, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২৮৮, সিলেট বোর্ডে ২৫৬, বরিশাল বোর্ডে ২৫০ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৩১৪ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। এদিন মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ২ হাজার ৬০২ জন। এছাড়া কারিগরি বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ৯৩৬ জন শিক্ষার্থী।